দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 09 SEP 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

১৫৬

ছাত্র সংগঠনগুলির দ্বন্দ্ব ॥ ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস প্রতিরোধ করা যাইতেছে না

॥ রেজাউর রহমান ॥

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তদের নামে কারণ দর্শাও নোটিস জারি করা সত্ত্বেও পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিতেছে না। ডাকসু নির্বাচনোত্তর ছাত্রী মিছিলে হামলাসহ বিভিন্ন ঘটনায় কর্তৃপক্ষ এ যাবৎ প্রায় ৬০ জনের নামে নোটিস জারি করিয়াছেন। এই তালিকায় ২৭ জন ছাত্রী ও ১২ জন বহিরাগতেরও নাম রহি-

(১১শ পৃঃ দ্রঃ)

(১ম পৃঃ পর)

য়াছে। জানা যায়, ইতিমধ্যে অনেকে কর্তৃপক্ষের নিকট নোটিসের জবাবও দিয়াছেন।

অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, সন্ত্রাস নির্মূল প্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা খুব একটা সন্তোষজনক নয়। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সুনির্দিষ্টভাবে অপরাধীদের নামের তালিকা প্রদান সত্ত্বেও উপর মহল কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয় নাই।

একইভাবে সন্ত্রাস নির্মূল প্রশ্নে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও তাহাদের জোটসমূহের ভূমিকা নিয়াও প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন সন্ত্রাসের মদদদাতা হিসাবে সরকারকে দায়ী করিলেও অনেকের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ছাত্রদের একটি বড় জোট কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। '৮৩ সালে

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস

সরকার বিরোধী ঐক্যের মাধ্যমে এই জোটের জন্ম হয়। বর্তমানে পরিষদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা খুব একটা সন্তোষজনক নয়। ১০ দফা আদায়ের ভিত্তিতে পরিষদ গড়িয়া উঠিলেও দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে কার্যকরী কোন পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। শুরুতে জোটে ১৫টি ছাত্র সংগঠন থাকিলেও বর্তমানে ১২টি ছাত্র সংগঠন রহিয়াছে। ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া পরিষদের ঐক্য অটুট করার চেষ্টা নেওয়া হইলেও নির্বাচন পরবর্তি বিভিন্ন ঘটনার পরিষদের ঐক্যে আন্তরিকতা নাই। ফলে সন্ত্রাস দমনে পরিষদ খুব একটা কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

সংগ্রামী ছাত্রজোট নামে অপর জোটের ভূমিকাও উল্লেখ করার মত নয়। শুরুতে ১১টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে এই জোট গঠন করা হইলেও বর্তমানে মূলতঃ ৫টি ছাত্র সংগঠনের অস্তিত্ব রহিয়াছে। একটি বড় ছাত্র সংগঠনের অনেক সিদ্ধান্ত এই জোট পালন করিয়া থাকে। এই জোটেরও ১১ দফা দাবী রহিয়াছে। এই দাবী পূরণে ছাত্রজোট কোন কার্যকর পরিবেশ অদ্যাবধি সৃষ্টি করিতে পারে নাই। একইভাবে ২২ ছাত্র সংগঠনের ঐক্যের ব্যাপারটিও অনেকটা আনুষ্ঠানিক।

কয়েকবার ২২ ছাত্র সংগঠন একক ভাবে আন্দোলন করার উদ্যোগ নিলেও আদর্শগত কারণে উদ্যোগ ব্যর্থ হইয়াছে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা মূলতঃ ৩/৪টি বড় ছাত্র সংগঠন নিজেদের আভ্যন্তরীণ কোন্দল দমাইয়া আন্তরিক হইলে অনেকাংশে সন্ত্রাস দমন সম্ভব। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংঘর্ষ, বোমা বাজি, গোলাগুলিসহর বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনা রোধে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ঐক্যমত পোষণ করিলেও কর্মীদের আয়ত্তে রাখিতে পারিতেছেন না। সাম্প্রতিককালে ঘটনা উল্লেখ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন ছাত্র-ছাত্রী প্রায় এক বাক্যে মন্তব্য করিয়াছেন, নেতাদের দুর্বলতার কারণে সন্ত্রাস অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাদের ধারণা, বর্তমানে অস্ত্র শক্তি বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করিতে শুরু করায় পরিস্থিতি ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক মন্তব্য করেন, চারিদিকে ঐক্যের কথাবলা হইলেও সন্ত্রাস কেন কমিতেছে না বলা মুশকিল। তাহার মতে, অন্তরে প্রতিশোধের স্পৃহা পোষণ করিয়া আলোচনা করিলে কোন কল্যাণ হইবে না।

ছাত্র সংগঠনসমূহের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস প্রশ্নে প্রায় সকল ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতারা মন্তব্য করিয়াছেন, ছাত্রদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার জন্য বিশেষ মহল পরিকল্পিত ভাবে এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে ডাকসুর ভিপি ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ সন্ত্রাসের জন্য সরকারকে দায়ী করিয়া বলেন, ক্যাম্পাস কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। কাজেই ক্যাম্পাসে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিলে সরকারের উচিত তাহা নিয়ন্ত্রণে আনা।

ক্যাম্পাসসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য অভিভাবক মহলের দুশ্চিন্তা বাড়িয়া গিয়াছে।